ইত্তেফাক

তারিখ ২৮।১১।৮১
পৃষ্ঠা

৩৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। এই শিক্ষা বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় দেশের সকল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ্য প্রার্থিগণ অংশগ্রহণ করিবে। উক্ত পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত নাই। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং এস ১১/৪-সি-৩০/৮১ পার্ট ৪৭৭/১(২) শিক্ষা তাং ১৯-৮-৮১-এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিতে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য মহাবিদ্যালয়গুলির আসনের শতকরা ৫০টি সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং উক্ত বিভাগ সমূহের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের যাহাদের আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা রহিয়াছে তাহারাই এই মহাবিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অতএব তাহারা একদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সকল ছাত্রের সহিত সমান অধিকারে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করিতেছে। অপর দিকে নিজ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করিতেছে। কিন্তু ঢাকা বিভাগের ছাত্ররা নিজ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অতিরিক্ত সুযোগ তো পাইতেছেই না, বরং অন্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিতে তাহাদের উপর চাপানো হইতেছে অতিরিক্ত বিধিনিষেধ। তাই, কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য, দেশের সকল বিভাগের ছাত্রদের জন্য যদি নিজ নিজ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষিত থাকে তবে ঢাকা বিভাগের ছাত্রদের জন্য শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষিত নাই কেন? এই বিভাগের প্রতি কর্তৃপক্ষের এই বিমাতাসুলভ ব্যবহারের কারণ কি?

কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন, অন্যান্য বিভাগের মত ঢাকা বিভাগের জন্য এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনের শতকরা ৫০টি সংরক্ষিত করা হউক এবং যাহাদের আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা রহিয়াছে তাহাদের ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক।

—মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (খোকন); মতিঝিল এ, জি, বি, কলোনী, ঢাকা।